



শ্রেণি - ৯ম

বিষয়ঃ সাইল অব লিভিং

সময়ঃ ১ ঘণ্টা

তারিখঃ ১৮-০৭-২০২০

## অশান্তির সর্বনাশা শেকলঃ অপচয়

দুর্দশার একটি প্রধান কারণই হচ্ছে অপব্যয় ও অপচয় প্রবণতা। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝি না যে, যেটাকে আমরা ব্যয় মনে করছি তা আসলে অপব্যয়। ব্যক্তিগতভাবে যেমনি এটা সত্যি জাতিগত ভাবেও তেমনি সত্যি। আসলে যে জাতি অপচয়ে ও বিলাস ব্যসনে লিপ্ত হয়েছে, তারাই একসময় হতদরিদ্র এবং অসহায় অবস্থাতে নিপতিত হয়েছে। ইতিহাসে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ রয়েছে।

মুঘল বাদশাহদের বিলাসিতার কথা সর্বজনবিদিত। সে সময়কারই একজন বাবুর্চি নিয়োগ করা হবে। নতুন বাবুর্চি হিসেবে যাকে নিয়োগ দেওয়া হলো সে প্রথম এসে যে কাজটি করলো তা হলো, রান্নাঘর থেকে ১০ মণ ঘি নর্দমায় ফেলে দিলো। সবাইতো ভীষণ অবাক ও ক্ষুব্ধ। নালিশ গেল নবাবের কাছে। নবাব শুনে ক্ষুব্ধ হলেন না, তার শাস্তির ব্যবস্থা করলেন না। তিনি বললেন ঠিক আছে আরো ১০ মণ ঘি তাকে পাঠিয়ে দাও।

বাবুর্চি তখন বললেন, হাঁ, এই নবাবের চাকরি আমি করব। কারণ ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্বাল দিয়ে ঘন করে ঘি এর নির্যাস দিয়ে আমি যে রান্না করবো তা সরবাহ করার সামর্থ্য এ নবাবের আছে। আর এটা পরীক্ষা করার জন্যই আমি ঘি নর্দমায় ফেলে দিয়েছি। এতে যদি তিনি ক্ষুব্ধ হতেন তাহলে সেক্ষেত্রে তার বাবুর্চি চাকরি করাও আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। অর্থাৎ এ নবাবদের বাবুর্চি কতটা বিলাসী ছিলো।

এই রাজা বাদশাহদের পরিনতি কিন্তু খুব করুন। ৭০- এর দশকে ভারতের দিল্লি এবং কলকাতা শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহর দুজন অধস্তন পুরুষকে পাওয়া গেল। একজন ধোপার কাজ করে, আরেকজন রিক্সা চালায়। অথচ যে জাতি বা দেশগুলো এখন বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে এই একটি ক্ষেত্রে তারা সবসময় সচেতন হিসেব সচেতনতা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যয় থেকে বিরত থাকা। আর যারা সেটা পারেনি সেসব বিশাল বিশাল জনপদের ওপর। প্রভুত্ব বিস্তার করে তাদেরকে পরিচালিত করছে এসব ক্ষুদ্র জনসমষ্টির দেশ ও জাতিগুলো।

## সময়ের অপচয়ঃ

- ☒ সময় স্রষ্টার অন্যতম বড় নেয়ামত। কিন্তু কতভাবে যে আমরা সময়ের অপচয় করছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এই সময় অপচয়ের একটি বড় কারণ মোবাইল ফোন।
- ☒ ফেসবুক, ইউটিউব ও মোবাইলে যে কত অপ্রয়োজনীয় সময় নষ্ট করছি তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। কে কখন আমাকে লাইক দিল তার জন্য স্মার্টফোনের দিকে বুদ্ধ হয়ে পড়ে আছি। শুধু ধনী মানুষরা যে অপচয় করে তাই নয়, অপচয় সব শ্রেণির মাঝেই।



## মেধার অপচয়ঃ

- ☒ মেধাকে যখন নিজের ও অন্যের জন্য কল্যাণমূলক কাজে নিয়োগ না করে নেতিবাচক কাজে জড়িয়ে ফেলি তখনই মেধার অপচয় হয়।
- ☒ মেধাকে গঠনমূলক কাজে লাগানোর জন্য প্রতিদিন নতুন কাজ শিখুন। প্রযুক্তিতে দক্ষ হোন।

## সামাজিকতার নামে অপচয়ঃ

- ☒ সামাজিকতা রক্ষার নামে এক শ্রেণির মানুষ অর্থ সম্পদ খরচ করে বিভিন্ন প্রোগ্রামের নামে, ইত্যাদি দিবসের নামে জাঁকজমক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে শুরু করে।
- ☒ বছরের এমন কোনো দিন নাই যাকে তারা উদযাপনের উপকরণ বানায় নি। আর আমরা সেগুলোকে স্ট্যাণ্ডার্ড ধরে সামর্থ্য থাকুক বা না থাকুক, ঋণ করে হলেও এ সকল প্রোগ্রাম উদযাপন করি এবং অপচয়ে লিপ্ত হই।

- ❑ অপচয় দুইভাবে হতে পারে।
- ❑ এক, দেদারসে খরচ করার মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ খরচের সময় হিসাব না রাখা। ধরুন-
- ❑ আপনার জুতো প্রয়োজন। কিন্তু যদি মনে করেন এ জুতোয় ডায়মন্ড বসানো থাকতে হবে, শার্টের বোতাম সোনার তৈরি হতে হবে তাহলে এটা বাহুল্য অপচয়।
- ❑ দুই, সামাজিক আচার পালনের নামের নামে। আসলে খরচের সময় আমরা তখনই হিসাব রাখি না। যখন আমরা আলস্যে বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দেই অথবা পণ্যদাসত্বে আক্রান্ত হই।

## এসাইনমেন্ট

ক) আমাদের অবচেতন মন আসলে আমাদের কষ্ট থেকে দূরে রাখতে চায়, আর তাই সে টিলেমিকে কাজ এড়ানোর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। সে আমাদের বোঝায় যে কাজ তো পরেও করা যাবে, হাতে তো সময় আছেই – এখন একটু সময়ের জন্য উপভোগ করলে তেমন কোনও ক্ষতি নেই। এ কারণে অনেক সময়ে পড়তে বসে আমাদের মনে হয়, খেলার স্কোরটা চট করে একটু দেখে আসি, একটা গান শুনে পড়তে বসি, আর একটা ফান ভিডিও দেখে মনটাকে চাঙ্গা করে নিই। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ে দেখা যায়, খেলার স্কোর দেখতে গিয়ে পুরো খেলাটাই দেখা হয়ে যায়, একটা গান থেকে পাঁচটা গান হয়ে যায়, একটা ৫ মিনিটের ভিডিও দেখতে গিয়ে মোটামুটি দশ-বারোটি ভিডিও দেখা হয়ে যায়।

তারপরও যখন টনক নড়ে – তখন মনে হয়, আর একটু সময় মজা করলে ক্ষতি কি? সময় তো আছেই। আর এভাবেই আপনার নিজের মস্তিষ্ক আপনার সাথে প্রতারণা করতে করতে আপনাকে একদম খাদের কিনারে এনে ফেলে।

প্রশ্নঃ সময় শ্রষ্টার অন্যতম বড় নেয়ামত। কিন্তু কতভাবে যে আমরা সময়ের অপচয় করছি তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ছাত্রজীবনে আমরা বিভিন্ন ভাবে সময় অপচয় করে থাকি, সময়ের অপচয় থেকে আমরা কীভাবে বের হতে পারি করণীয় সমূহ পয়েন্ট আকারে লিখ।

খ) নিজের সময় নিজের নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পারলে আপনার মেধার বিকাশ ব্যাহত হবে। সাফল্যের সম্ভাবনাও একইভাবে বিনষ্ট হবে। কারণ যে সময় অপচয় হলো আপনার জীবন থেকে, দিনের যতটুকু অংশই আপনি অহেতুক নষ্ট করলেন, তা কোনোদিনই ফিরে পাবেন না। ফলে যে সময় নষ্ট হলো তার জন্যে অনুশোচনা করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। ছাত্রজীবন হচ্ছে এমন একটি সময় যেখানে নিজের মেধা প্রতিটি স্তরে কাজে

লাগানো যায়। পড়াশোনার সাথে সাথে নিজেকে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত রাখা যায় যা ভবিষ্যতে একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

প্রশ্নঃ তুমি কীভাবে তোমার মেধাকে কল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত রাখতে পারো এবং তা থেকে কীভাবে উপকৃত হতে পারো ব্যাখ্যা কর।

গ) অপচয় প্রবণতা একটি ব্যাধি। এ ব্যাধি মানুষকে কোন পরিণাম দেয় সে সম্পর্কে ছোট বেলায় কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদারের সেই কবিতায় আমরা অনেকেই পড়েছি -

যে জন দিবসে, মনের হরষে  
জ্বালায় মোমের বাতি;  
আশু গৃহে তার দেখিবে না আর  
নিশিতে প্রদীপ ভাতি

প্রশ্নঃ দুর্দশার একটি প্রধান কারণই হচ্ছে অপব্যয় ও অপচয় প্রবণতা। কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদারের এই কবিতায় অপচয়ের কি পরিণতি হতে পারে তা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। অপচয়ের পরিণতি ব্যাখ্যা কর।

\*\*\*\*আগামী (২৩-০৭-২০২০) এর মধ্যে উত্তরপত্র সাবজেক্ট টিচার এর ইমেইল এড্রেস এ সাবমিট করতে হবে, ইমেইল এর সাবজেক্টে নিজের নাম এবং ক্লাশ অবশ্যই লিখতে হবে\*\*\*\*

**Subject Teacher : Junayed Hossain Chowdhury**

**Email: [junayedtishad@gmail.com](mailto:junayedtishad@gmail.com)**